التوحيد وفضائله

তাওহীদ ও তার উপকারিতা

আবু আহমাদ সাইফুদ্দীন বেলাল

সম্পাদনা

উমার ফারুক আব্দুল্লাহ

আল-আহসা ইসলামিক সেন্টার
বাংলা বিভাগ, সৌদি আরব

2 معنى التوحيد وأقسامه.

2 فضائل التوحيد وأهميته.

2 فضائل لا إله إلا الله وشروطها.

2 أثر التوحيد في الأفراد والمجتمع.

2 ماذا علينا لنشر التوحيد؟

বান্দার প্রতি আল্লাহ তা'য়ালার হক হলোঃ
"লাা ইলাাহা ইল্লাল্লাাহ"

একমাত্র আল্লাহ তা'য়ালার এবাদত করা এবং তাঁর সাথে কোন কিছু ও কাউকে শরিক না করা তাওহীদপন্থীদের কাজ।

সর্বপ্রকার শিরক উৎখাত এবং সকল প্রকার তাওহীদ কায়েম করা নবী-রসূলগণের দা'ওয়াত।

তাওহীদ জানা ও বাস্তবায়ন করা এবং
শিরক জানা ও তা হতে বিরত থাকা
প্রতিটি মুসলিমের দায়িত্ব ও কর্তব্য।

শিরককে অস্বীকার করা তাওহীদকে সাব্যস্ত করা জরুরি করে দেয় এবং তাওহীদকে স্বীকার করা শিরককে অস্বীকার করা জরুরি করে দেয়।

সূচীপত্র

লেখকের আবেদন

প্রশংসা মাত্রই আল্লাহর জন্য। দরুদ ও সালাম আমাদের নবী মুহাম্মদ [ﷺ] এবং তাঁর পরিবার ও সাহাবাগণের প্রতি বর্ষিত হোক।

প্রতিটি নবী-রসূলের দা'ওয়াত ও তাবলীগের উসুল হলো চারটিঃ তাওহীদ, রেসালাত, তাকওয়া ও আখেরাত। প্রথমটিই হলো তাওহীদ কায়েম করা। তাওহীদ হচ্ছে মানুষের দুই জগতের শান্তির চাবিকাঠি। তাওহীদ ছাড়া জান্নাতে প্রবেশ ও জাহান্নাম থেকে নাজাতের কোন উপায় নেই।

বর্তমানে তাওহীদের জ্ঞান না থাকায় মানুষ তার অজান্তে শিরকে পতিত হচ্ছে এবং নিজের দুনিয়া ও আখেরাতের জীবনের সুখ-শান্তি ধ্বংস করছে।

তাই আমরা সকল প্রকার মানুষকে তাওহীদের জ্ঞান দেয়ার উদ্দেশ্যে **"তাওহীদ ও তার উপকারিতা"** এই ছোট্ট বইটি উপহার দিচ্ছি।

বইটির প্রথম প্রকাশ করতে পারায় আমরা আল্লাহ তা'য়ালার অশেষ শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি।

পাঠক মহোদয় ইহা থেকে উপকৃত হলে আমাদের পরিশ্রম সার্থক হবে। যাঁরা এ মহৎ কাজে সহযোগিতা করেছেন, তাঁদের সকলকে আমাদের সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ জানাই।

পরিশেষে আমাদের নিবেদন এই যে, সংশোধনের কাজ কোন দিনও চূড়ান্ত করা যায় না। অতএব, বইটি পড়ার সময় কোন ভুল-ত্রুটি বা ভ্রম কারো দৃষ্টিগোচর হলে অথবা কোন নতুন প্রস্তাব থাকলে তা আমাদেরকে অবহিত করালে সাদরে গৃহীত হবে। আর পরবর্তী সংস্করণে যথাযথ বিবেচনা করা হবে।

হে আল্লাহ! আমাদের এই মহতী উদ্যোগ ও ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাকে কবুল করুন। আমীন!

আবু আহমাদ সাইফুদ্দীন বেলাল।
আল-আহসা ইসলামিক সেন্টার,
বাংলা বিভাগ, সৌদি আরব।
১০/১০/১৪৩২হি:
০৮/০৯/২০১১ ইং

من القرآن الكريم:

N M L K J I H G F E D C Q

P [Z Y X W V U T S R Q P O

الذاريات: ٥٦ - ٥٨

"শুধুমাত্র আমার এবাদত করার জন্য জিন ও মানব জাতি সৃষ্টি করেছি। আমি তাদের কাছে জীবিকা চাই না এবং এটাও চাই না যে, তারা আমাকে আহার্য যোগাবে। আল্লাহ তা'য়ালাই তো রিজিকদাতা, শক্তির আধার, পরাক্রান্ত।" [সূরা যারিয়াত: ৫৬-৫৮]

من الحديث الشريف:

عَنْ مُعَاذ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كُنْتُ رِدْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّـــهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى حِمَارٍ يُقَالُ لَهُ عُفَيْرٌ فَقَالَ:« يَا مُعَاذُ هَـــلْ تَدْرِي ما حَقُّ اللَّه عَلَى عِبَاده وَمَا حَقُّ الْعِبَاد عَلَى اللَّـــه ؟» قُلْتُ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ:« فَإِنَّ حَقَّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَـــادِ:

أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَحَقَّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ: أَنْ لَا يُعَذِّبَ مَنْ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا.. ». متفق عليه.

মু'আয ইবনে জাবাল [ﷺ] থেকে বির্ণত তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ [ﷺ]-এর পিছনে উফাইর নামক গাধার পিঠে বসেছিলাম। এমন সময় তিনি বললেন:"হে মু'আয! তুমি কি জান বান্দার প্রতি আল্লাহ তা'য়ালার হক কী এবং আল্লাহ তা'য়ালার প্রতি বান্দার হক কী?" আমি বললাম: আল্লাহ ও তাঁর রসূলই বেশি জানেন।

তিনি [ﷺ]বললেন:"বান্দার প্রতি আল্লাহ তা'য়ালার হক হচ্ছে একমাত্র তাঁরই এবাদত করবে এবং তাঁর সঙ্গে কোনকিছুকে শরিক করবে না। আর আল্লাহ তা'য়ালার প্রতি বান্দার হক হলো: যে তাঁর সাথে কোন কিছুকে শরিক করবে না তাকে শাস্তি না দেওয়া। ..." [বুখারী ও মুসলিম]

ভূমিকা

আফ্রিকার কোন এক গ্রাম্য এলাকায় একজন ইহুদি পীরে কামেল সেজে বড় আলখেল্লা, টুপি-পাগড়ি পরে সবার প্রিয় হয়ে বসে। সে তাদের সব ব্যাপারে যা ইচ্ছা তাই নির্দেশ করে, আর মূর্খরা সবকিছুই মেনে চলতে থাকে। এমনকি নতুন বউকে বরকত ও লতিফা দেওয়ার নামে সর্বপ্রথম সেই উদ্বোধন করে দিত।

এক পর্যায়ে এক যুবক তার স্ত্রীর উদ্বোধনের ঘটনা সহ্য না করতে পেরে তাকে হত্যা করে ফেলে। যার ফলে এলাকাবাসী ক্ষিপ্ত হয়ে সকলে মিলে সে যুবককে হত্যা করে দেয়।

এরপর সকল নারীরা মুখ খুললে ভণ্ড দরবেশের সকল ভেদ ফাঁস হয়ে যায় এবং তারা দরবেশকেও হত্যা করে। এবার সকলে দু'জনকে পাশাপাশি কবর দেয়। ঘটনা এখানেই শেষ নয় বরং এরচেয়ে জঘন্য হচ্ছেঃ সকলে মিলে ঐ যুবকের কবরে তওয়াফ আর ঐ ভণ্ডর করবে গিয়ে কঙ্কর নিক্ষেপ করা আরম্ভ করে দেয়। ইহাই হলো তাওহীদ ও শিরকের জ্ঞান না থাকার পরিণাম।

তাওহীদ ও শিরকের সম্পর্ক

- Ø তাওহীদ আল্লাহ তা'য়ালার পজিটিভ (Positive) তথা ইতিবাচক অধিকার। আর শিরক নেগেটিভ (Negative) তথা নেতিবাচক অধিকার।
- Ø তাওহীদ প্রতিষ্ঠা অর্থ শিরক বর্জন আর শিরক বর্জন মানে তাওহীদ প্রতিষ্ঠা করা।
- Ø বিদ্যুতের দু'টি তার যদি নেগেটিভ হয়, তবে বাতি জ্বলবে না। অনুরূপ দু'টি পজিটিভ হলেও জ্বলবে না।
- Ø আবার পজিটিভ ও নেগেটিভ একসাথে মিলে গেলে বাতি না জ্বলে আগুন জ্বলবে। মুসলিম জাতি আজ নেগেটিভ (শিরক) ও পজিটিভ (তাওহীদ) এক সাথে মিলিয়ে দিয়েছে, যার ফলে দুনিয়াতে জ্বলছে এবং পরকালেও নিশ্চয় অনন্তকাল ধরে জাহান্নামের আগুনে জ্বলবে।
- Ø যখন নেগেটিভ ও পজিটিভ যার যার স্থানে থাকবে অর্থাৎ তাওহীদ প্রতিষ্ঠা হবে আর শিরক উৎখাত

হবে তখনই দুনিয়া ও আখেরাতে আলোর বাতি জ্বলবে এবং আগুন জ্বলবে না।

তাওহীদ ও শিরকের জ্ঞানার্জনের গুরুত্ব

তাওহীদ প্রতিষ্ঠা এবং শিরক উৎখাতের জন্যই হলো:

১. সকল সৃষ্টিকুলের সৃষ্টি:

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

Q C D E F G H I P الذاريات: ٥٦

"আমি জিন ও মানুষকে একমাত্র আমার এবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছি।" [সূরা যারিয়াত: ৫৬]

একমাত্র আল্লাহ তা'য়ালার এবাদত তখনই হবে যখন তাওহীদ প্রতিষ্ঠা ও শিরক মুক্ত হবে।

২. সকল আসমানি কেতাবের নাজিল:

তওরাত সম্পর্কে আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

Q I { ~ بِـَٔايَٰتِنَآ أَنۡ أَخۡرِجۡ قَوۡمَكَ مِنَ
ٱلظُّلُمَٰتِ إِلَى ٱلنُّورِ ´ P إبراهيم: ٥

“আমি মূসাকে নির্দেশনাবলীসহ প্রেরণ করেছিলাম যে, স্বজাতিকে অন্ধকার (শিরক) থেকে আলোর (তাওহীদ) দিকে আনয়ন করে।” [সূরা ইবরাহীম:৫]
কুরআন সম্পর্কে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

< ; : 9 8 7 6 5 4 Q

إبراهيم: ١ P C B A @ ? > =

“এটি একটি গ্রন্থ, যা আমি আপনার প্রতি নাজিল করেছি- যাতে আপনি মানুষকে অন্ধকার (শিরক) থেকে আলোর (তাওহীদ) দিকে বের করে আনেন।” [সূরা ইবরাহীম:১]

৩. সকল রসূলগণের প্রেরণ:

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

M L K J I H G F E D Q

النحل: ٣٦ P b N

“আমি প্রত্যেক উম্মতের মধ্যেই রসূল প্রেরণ করেছি এই মর্মে যে, তোমরা একমাত্র আল্লাহর এবাদত

(তাওহীদ প্রতিষ্ঠা) কর এবং তাগুত (শিরক) থেকে দূরে থাক।" [সূরা নাহাল:৩৬]

৪. সকল নবী-রসূলগণের মূল দা'ওয়াত:

আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

. - , + *) (' & % $ # " ! Q

/ O P الأنبياء: ٢٥

"আপনার পূর্বে প্রেরিত সকল রসূলকে এই ঐশী বাণী করা হয়েছিল যে, আমি ছাড়া আর কোন সত্য ইলাহ-উপাস্য নেই। অতএব, একমাত্র আমারই এবাদত কর।" [সূরা আম্বিয়া:২৫]

৫. কুরআনের সর্বপ্রথম নির্দেশ তাওহীদ এবং নিষেধ শিরক:

আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

u t s r q p o n m l Q

v w P البقرة: ٢١

"হে মানজ জাতি! তোমরা তোমাদের পালনকর্তার এবাদত কর, যিনি তোমাদিগকে এবং তোমাদের পূর্ববর্তীদিগকে সৃষ্টি করেছেন।" [সূরা বাকারা:২১]
আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

Qفَلَا تَجْعَلُوا۟ لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٢﴾P البقرة: ٢٢

"অতএব, আল্লাহর সাথে তোমরা অন্য কাউকেও সমকক্ষ (শরিক) করো না। বস্তুত: এসব তোমরা জান।" [সূরা বাকারা:২২]

৬. **তাওহীদ হচ্ছে সবচেয়ে উত্তম মা'রূফ** তথা সৎকাজ আর শিরক হচ্ছে সবচেয়ে জঘন্য মুনকার তথা অসৎ কাজ।
৭. **তাওহীদ হলো জানার ও করণীয় সবচেয়ে বড়** ফরজ আর শিরক হলো জানার ও বর্জনীয় সবচেয়ে বড় ফরজ।
৮. **সমস্ত কুরআনের অর্ধেক তাওহীদ ও অর্ধেক শিরকের আলোচনা।** যেমন: তাওহীদ কি, তাওহীদপন্থী কারা, তাদের দুনিয়ায় করণীয় কি, তাদের কষ্ট ও মুশরিকদের সঙ্গে লড়াই ও বিজয়

এবং পরকালে পরম সুখের জান্নাত। আর শিরক কি, মুশরিকের পরিচয়, দুনিয়ায় তাদের পরাজয় এবং আখেরাতে জাহান্নাম ইত্যাদি।

৯. **কুরআনুল কারীমে সূরা আন‘আমে আল্লাহ্ দশটি নির্দেশের** সর্বপ্রথম নির্দেশ করেছেন তাওহীদের আর নিষেধ করেছেন শিরকের। [সূরা আন‘আম:১৫১-১৫২]

১০. **রসূলুল্লাহ [ﷺ] সর্বপ্রথম তাওহীদ প্রতিষ্ঠা ও** শিরক উৎখাতের দাওয়াত আরম্ভ করেন। তিনি মক্কায় ১৩ বছর শুধু “লাা ইলাাহা ইল্লাল্লাাহ”-এর দাওয়াত দেন। আর এ দাওয়াত তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত চলতে থাকে। তিনি মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে নবীদের কবরগুলোকে মসজিদে রূপান্তরিত করার জন্যে ইহুদি-খ্রীষ্টানদের প্রতি অভিশাপ করেন। [বুখারী হাঃ নং ১২৪৪ মুসলিম হাঃ নং ৮২৩]

১১. **রসূলুল্লাহ [ﷺ] কোথাও কোন ইসলামের আহবানকারী ও** প্রচারক প্রেরণ করার সময় সর্বপ্রথম তাওহীদের দাওয়াত দেয়ার জন্যে নির্দেশ করতেন। যেমন নির্দেশ করেছিলেন

মু'আয ইবনে জাবাল [ﷺ]কে ইয়ামেনে প্রেরণের সময়। [বুখারী: হা: ১৪০১ মুসলিম হা: ২৭]

১২. রসূলুল্লাহ [ﷺ]-এর দৈনন্দিনের এবং বিভিন্ন সময়ের পঠনীয় জিকির ও দোয়ার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে দেখা যায় যে, সবগুলোতে তাওহীদ ও শিরকের কথা রয়েছে। যেমন: প্রতি ফরজ সালাতের পর, সকাল-সন্ধ্যায়, হজ্ব-উমরার তালবিয়াতে, সাফা-মারওয়া পাহাড়ে, আরাফাতের ময়দানে, শহর-গ্রাম ও বাজারে প্রবেশের দোয়াতে:"লাা ইলাাহা ইল্লাল্লাাহু ওয়াহদাহু লাা শারীকা লাহ্ --।"

১৩. রসূলুল্লাহ [ﷺ] প্রতি রাতের শেষ ও দিনের শুরু করতেন তাওহীদ দ্বারা। তিনি রাতের শেষে বেতরের সালাতে পড়তেন সূরা কাফিরূন ও সূরা এখলাস। আর দিনের শুরু ফজরের দু'রাকাত সুন্নতেও পড়তেন সূরা কাফিরূন ও সূরা এখলাস। অনুরূপ তিনি দিনের মধ্যভাগে মাগরিবের সুন্নতে উক্ত সূরা দু'টি পড়তেন। এ ছাড়া তওয়াফের পর দু'রাকাত সালাতে ও ঘুমানোর সময়ও সূরা দু'টি

পড়তেন। এ সূরা দু'টিতে সংক্ষিপ্তভাবে তাওহীদে উলূহিয়া ও রবুবিয়ার আলোচনা রয়েছে।

১৪. **রসূলুল্লাহ [ﷺ]-এর সাথে তয়েফবাসী চরম** দুর্ব্যবহার ও মারধর করার ফলে তিনি মাটিতে ঢলে পড়েন। অবস্থা স্বাভাবিক হলে জিবরাঈল ফেরেশতা পাহাড়ের ফেরেশতাকে সঙ্গে নিয়ে এসে যখন বললেন: আপনি চাইলে 'আখশাবাইন' পর্বতদ্বয় (মক্কার সবচেয়ে বড় দু'টি পর্বত) দ্বারা কাফের-মুশরিকদের ধ্বংস করে দেই। এমন কঠিন মুহূর্তে 'রাহমাতুল লিল'আলামীন' [ﷺ] তাঁর দাওয়াতের মূল উদ্দেশ্য প্রকাশ করে বলেন:"না, তাদেরকে ধ্বংস করতে হবে না। আমি আশা করি আল্লাহ তাদের ঔরষ থেকে এমন এক জাতি বের করবেন যারা একমাত্র আল্লাহ তা'য়ালার এবাদত করবে এবং তাঁর সাথে কাউকে শরিক করবে না।" [বুখারী হা:২৯৯২ মুসলিম হা:৩৩৫২]

১৫. **তাওহীদ হলো জান্নাতে প্রবেশের মূল ভিত্তি আর** শিরক হলো জাহান্নামে প্রবেশের মূল চাবিকাঠি।

১৬. **মানুষের তাওহীদ-শিরক জানার প্রয়োজন তাদের** পানাহারের চাইতেও বেশি; কারণ পানাহার না করলে শরীর দুর্বল হয়ে পড়ে। আর তাওহীদ-শিরক না জানলে রুহ-আত্মা মারা যায়।

১৭. **তাওহীদ প্রতিষ্ঠা ও শিরক উৎখাতের জন্যই** জিহাদের মত একটি কঠিন ও ফজিলতপূর্ণ এবাদতকে শরয়িতে বিধিবিধান করা হয়েছে।

১৮. **মানব জীবনের পূর্ণ প্রতিষ্ঠা ও আরাম আয়েশ** নির্ভর করে তাওহীদ প্রতিষ্ঠা ও শিরক উৎখাতের উপর।

১৯. **মানব জাতির দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ হয় ও** সুখ-শান্তি নির্ভর করে তাওহীদ প্রতিষ্ঠা এবং শিরক ও তার সকল মাধ্যম মিটানোর উপর।

২০. **তাওহীদের দ্বারা জমিনে ও বান্দার কল্যাণ ও** শিরকের দ্বারা জমিনে ও বান্দার বিপর্যয় সৃষ্টি হয়।

২১. **যতক্ষণ তাওহীদ প্রতিষ্ঠা এবং শিরক থেকে না** বাঁচা যাবে ততক্ষণ জান্নাতে প্রবেশ ও জাহান্নাম থেকে নাজাত পাওয়া যাবে না।

২২. **যতক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণ তাওহীদের প্রতিষ্ঠা ও পূর্ণ শিরকের** অপনোদন না হবে ততক্ষণ কোন আমলই আল্লাহ তা'য়ালার নিকট কবুল হবে না।

২৩. **আল্লাহ তা'য়ালা সূরা নূরের ৫৫ নং আয়াতে** মুমিনদের ঈমান ও সৎ আমলের শর্তে যে খেলাফাত দান ও পছন্দনীয় দ্বীনকে সুদৃঢ় এবং ভয়-ভীতির পরিবর্তে শান্তি দানের ওয়াদা করেছেন তার উদ্দেশ্য তাওহীদ প্রতিষ্ঠা ও শিরকের অপনোদন। তাই আয়াতের শেষাংশে আল্লাহ তা'য়ালা বলেনঃ

a ` _ ^] [Z Y X W Q

النور: ٥٥ P d c b

“তারা একমাত্র আমারই এবাদত করবে এবং আমার সাথে কোন কিছুকে শরিক করবে না। এরপর যারা অকৃতজ্ঞ হবে, তারাই অবাধ্য।” [সূরা নূরঃ৫৫]

২৪. **আল্লাহ তা'য়ালা সূরা শূরার ১৩ নং আয়াতে নূহ** [عليه السلام], ইবরাহিম [عليه السلام], মূসা [عليه السلام], ঈসা [عليه السلام]

ও মুহাম্মদ [ﷺ] পাঁচ জন উলূল 'আজম রসূলের যে দ্বীন কায়েমের অসিয়ত উল্লেখ করেছেন সেটিও তাওহীদ প্রতিষ্ঠা ও শিরকের অপনোদন। কারণ দ্বীন অর্থ আল্লাহ তা'য়ালার আনুগত্য। আর তাঁর আনুগত্য হয় তাওহীদ প্রতিষ্ঠা ও শিরক উৎখাতের দ্বারা। এ কথা আয়াতের শেষাংশে উল্লেখ হয়েছেঃ

Q c d e f g s P الشورى: ١٣

"আপনি মুশরিকদের যে বিষয়ের প্রতি আমান্ত্রণ জানান, তাদের কাছে দু:সাধ্য বলে মনে হয়।"
[সূরা শূরা:১৩]

আর নি:সন্দে মুশরিকদের নিকট কঠিন জিনিস ছিল রসূলুল্লাহ [ﷺ]-এর "লাা ইলাাহা ইল্লাল্লাাহ"-এর দাওয়াত। যার অর্থ তাওহীদ প্রতিষ্ঠা ও শিরক উৎখাত করা।

তাওহীদের ফজিলত

১. নিরাপত্তা ও হেদায়েত লাভঃ

আল্লাহ তা‘য়ালা বলেনঃ

*) (' & % $ # " ! Q

+ , P الأنعام: ٨٢

“যারা নিজেদের ঈমানকে জুলুমের সাথে (শির্‌কের সাথে) সংমিশ্রিত করেনি প্রকৃতপক্ষে তারাই শান্তি ও নিরাপত্তার অধিকারী এবং তারাই সঠিক পথে পরিচালিত।” [সূরা আন‘আমঃ ৮২]

২. জান্নাত লাভঃ

উবাদাহ ইবনে সামেত [رضي الله عنه] হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেনঃ

« مَنْ شَهِدَ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَـــرِيْكَ لَـــهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُه، وَأَنَّ عِيْسَى عَبْدُ اللهِ وَرَسُوْلُه وَكَلِمَتُهُ

أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوْحٌ مِنْهُ، وَالْجَنَّةُ حَقٌّ، وَالنَّارُ حَقٌّ، أَدْخَلَهُ اللهُ الْجَنَّةَ عَلَى مَا كَانَ مِنَ الْعَمَلِ ››. متفق عليه.

"যে ব্যক্তি এ সাক্ষ্য দিবে যে, আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন ইলাহ নেই, তিনি একক তাঁর কোন শরিক নেই এবং মুহাম্মদ [ﷺ] তাঁর বান্দা ও রসূল। আর 'ঈসা [عليه السلام] আল্লাহ তা'য়ালার বান্দা ও রসূল এবং তাঁর বাণী যা মরিয়ম (রা:)-এর গর্ভে নিক্ষেপ করেছিলেন ও আল্লাহ তা'য়ালার রূহ। জান্নাত-জাহান্নাম সত্য। (এ সকল সাক্ষ্য প্রদান করলে) আল্লাহ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন চাহে সে যে কোন আমল করুক না কেন।"
[বুখারী ও মুসলিম]

৩. জাহান্নাম হারামঃ

ইতবান বিন মালেক [رضي الله عنه]-এর বর্ণিত হাদীসে রসূলুল্লাহ বলেছেনঃ

‹‹ فَإِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لاَ إِلَـهَ إِلاَّ اللهُ يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللهِ ››. متفق عليه.

“যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'য়ালার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে ‘লাা ইলাাহা ইল্লাল্লাাহ’ পড়বে আল্লাহ তাকে জাহান্নামের জন্য হারাম করে দিবেন।” [বুখারী ও মুসলিম]

৪. আল্লাহ তা'য়ালার পক্ষ থেকে সাধারণ ক্ষমাঃ

আবু যার গেফারী [ﷺ] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ [ﷺ]কে বলতে শুনেছি যেঃ

« قَالَ اللهُ تعالي :مَنْ لَقِيَنِي بِقُرَابِ الأَرْضِ خَطِيْئَةً لاَ يُشْرِكُ بِي شَيْئًا لَقِيْتُهُ بِمِثْلِهَا مَغْفِرَةً ». رواه مسلم.

“আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:“যে ব্যক্তি পৃথিবী বরাবর পাপ নিয়ে আমার সাথে সাক্ষাত করবে যাতে আমার সঙ্গে কোন কিছুকে শরিক করেনি। আমি তার সাক্ষাত করব অনুরূপ (পৃথিবী) বরাবর ক্ষমা নিয়ে।” [মুসলিম]

এবাদতের ক্ষেত্রে মানুষের প্রকার

১. না আল্লাহ তা'য়ালার এবাদত করে আর না অন্য কারো এবাদত করে। (নাস্তিক)
২. আল্লাহ তা'য়ালার এবাদত করে এবং অন্যেরও এবাদত করে। (মুশরিক)
৩. আল্লাহ তা'য়ালার এবাদত করে না বরং অন্যের এবাদত করে। (মুশরিক)
৪. একমাত্র আল্লাহ তা'য়ালার এবাদত করে আর অন্য কারো এবাদত করে না। (মুমিন)

উপরের তিন প্রকার মানুষের ঠিকানা হবে জাহান্নাম আর শেষ প্রকারের স্থান হবে জান্নাত।

তাওহীদ ও তার প্রকার□

¿ তাওহীদের সংজ্ঞা:

‘তাওহীদ’ আরবী শব্দ যার আভিধানিক অর্থ কোন কিছুকে একক সাব্যস্ত করা। আর ইহা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো জন্যে প্রযোজ্য নয়; কারণ আল্লাহ ব্যতীত সবকিছুর সদৃশ ও দ্বিতীয় রয়েছে।
আল্লাহ তা‘য়ালার বাণী:

١١ :الشورى P 8 7 6 5 ! 3 2 1 Q

“তাঁর কোন সদৃশ নেই। তিনি শুনেন ও দেখেন।” [সূরা শূরা:**১১**]

¿ ইসলামের পরিভাষায় তাওহীদ হচ্ছে:

আল্লাহকে তাঁর রবূবিয়াতে (কাজে), আসমা ও সিফাতে (নামসমূহ, গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্যে) একক সাব্যস্ত করা এবং উলূহিয়াতে তথা বান্দার সকল এবাদত একমাত্র তাঁরই জন্য নির্দিষ্ট করাকে তাওহীদ বলে। তাওহীদকে জানা, অন্তরে তা দৃঢ় বিশ্বাস করা

ও সর্বপ্রকার কথা, কাজে, এবাদতে ও অবস্থায় তা বাস্তবায়ন করা ফরজ।

¿ তাওহীদের প্রকারসমূহ:

- তাওহীদুর রাবূবিয়্যাহ।
- তাওহীদুল আসমা ওয়াস্‌সিফাত।
- তাওহীদুল উলূহিয়্যাহ।

প্রথমত: তাওহীদুর রাবূবিয়্যাহ:

সংজ্ঞা: তাওহীদুর রাবূবিয়্যাহ হলো আল্লাহ তা'য়ালার কাজে তাঁকে একক সাব্যস্ত করা। যেমন: সৃষ্টি করা, রাজত্ব পরিচালনা করা ও মহা ব্যবস্থাপনা। তিনিই একমাত্র সৃষ্টিকর্তা, রিজিকদাতা, জীবন ও মরণদাতা, লাভ ও ক্ষতির ইত্যাদির একমাত্র তিনিই মালিক।

তাওহীদের এ প্রকারটি রসূলুল্লাহ [ﷺ]-এর যুগের মুশরেকরা স্বীকার করেছিল। কিন্তু ইহা তাদেরকে ইসলামে প্রবেশ করায়নি; বরং রসূলুল্লাহ [ﷺ] তাদের সাথে যুদ্ধ করেছেন এবং আল্লাহ তাদেরকে হত্যা করা ও সম্পদকে বাজেয়াপ্ত করা হালাল করে দিয়েছিলেন।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেনঃ

٥٤ :الأعراف P w v u t s ﮯ q p o n Q

“জেনো রাখো, সৃষ্টির একমাত্র কর্তা তিনিই আর হুকুমের একমাত্র মালিক তিনিই।” [সূরা আ'রাফ: ৫৪]
আল্লাহ তা'য়ালা আরো বলেনঃ

٢٧ :الجاثية P ﴿٢٧﴾ z y x w Q

“এবং আসমান-জমিনের মালিকত্ব একমাত্র আল্লাহর জন্যই।” [সূরা জাছিয়াঃ ২৭]
আল্লাহ তা'য়ালা আরো বলেনঃ

Qوَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ © وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ ۚ P
لقمان: ٢٥

“তুমি যদি তাদেরকে জিজ্ঞেস কর, আকাশসমূহ ও জমিন কে সৃষ্টি করেছেন? তারা অবশ্যই বলবেঃ আল্লাহ।” [সূরা লোকমান:২৫]

আল্লাহ তা'য়ালা আরো বলেনঃ

Q & ' ( ) * P الفاتحة: ٢

"সকল প্রশংসা বিশ্বজাহানের প্রতিপালক একমাত্র আল্লাহর জন্যই।" [সূরা ফাতিহা: ১]

দ্বিতীয়তঃ তাওহীদুল উলূহিয়্যাহঃ

সংজ্ঞাঃ তাওহীদুল উলূহিয়্যাহ হলোঃ সকল প্রকার এবাদত একমাত্র আল্লাহ তা'য়ালার জন্য নির্দিষ্ট করা। যেমনঃ দোয়া, জবাই, নজর-মান্নত, সালাত, কুরবানি ইত্যাদি।

আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো জন্য এবাদত না করা, চাই কোন সম্মানিত ফেরেশতা হোক বা কোন নবী-রসূল কিংবা অলি-বুজুর্গ হোক। একমাত্র আল্লাহ তা'য়ালার জন্যই সকল প্রকার এবাদত করাই বান্দার প্রতি সবচেয়ে বড় এবং সর্বপ্রথম ফরজ।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেনঃ

Q D E F G H I J K L M

N b P النحل: ٣٦

"আল্লাহর এবাদত করবার ও তাগুতকে বর্জন করবার নির্দেশ দিবার জন্যেই আমি তো প্রত্যেক জাতির মধ্যেই রসূল পাঠিয়েছি।" [সূরা নাহ্‌ল: ৩৬]
আল্লাহ তা'য়ালা আরো বলেন:

Q ! " # $ % P الإخلاص: ١

"বল! তিনিই আল্লাহ একক।" [সূরা এখলাস:১]

এবাদত ও তার প্রকার

¿ এবাদতের সংজ্ঞা:

এবাদতের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে: অনুগত, অবনত ও বশ্যতা। আর ইসলামী পরিভাষায় এবাদত হলো: ঐ সকল কথা ও কাজ চাই উহা প্রকাশ্য হোক বা গোপনীয় হোক যা আল্লাহ প্রছন্দ করেন এবং করলে খুশী হন।

আল্লাহ তা'য়ালার নির্দেশিত কাজ বা কথা এবাদত; কারণ তিনি তা পছন্দ করেন এবং খুশী হন। অনুরূপভাবে তাঁর নিষিদ্ধকৃত কাজ বা কথা ত্যাগ করাও এবাদত; কারণ তিনি তা ত্যাগ করা পছন্দ করেন এবং তাতে খুশী হন। এক কথায় ভাল কাজ করা বা কথা বলা যেমনভাবে এবাদত তেমনি খারাপ কাজ না করা বা খারাপ কথা না বলাও এবাদত।

2 এবাদতের প্রকার:

এবাদত বিভিন্নভাবে হতে পারে যথা:

১. মুখ-জবান দ্বারা এবাদত:

যেমনঃ বিভিন্ন প্রকার জিকির-আজকার ও দোয়া, কুরআন তেলাওয়াত, সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ, ইসলাম, ক্ষমা ও বিপদ মুক্তি চাওয়া ইত্যাদি।

২. অন্তর দ্বারা এবাদতঃ

যেমনঃ আশা-আকাঙ্খা, ভয়-ভীতি, ভরসা, ঈমান, তওবা, এহসান, ভালবাসা ইত্যাদি।

৩. শরীর দ্বারা এবাদতঃ

যেমনঃ সালাত, জিহাদ ইত্যাদি।

৪. মাল দ্বারা এবাদতঃ

যেমনঃ জাকাত, ফেতরা, দান-খয়রাত ইত্যাদি।

৫. মাল ও শরীর দ্বারা এবাদতঃ

যেমনঃ হজ্ব ইত্যাদি।

৬. অন্তর ও শরীর দ্বারা এবাদতঃ

যেমনঃ রোজা, ইস্তি'আনা (সাহায্য চাওয়া), ইস্তিগাছা (বিপদ মুক্তির জন্য ডাকা), ইস্তি'আযা (কারো অনিষ্ট দূর করার জন্য আল্লাহ তা'য়ালার নিকটে আশ্রয় প্রার্থনা করা) জবাই, নজর-নিয়াজ, অসিলা ইত্যাদি।

এবাদত কবুলের শর্ত

যে কোন এবাদত কবুলের জন্য শর্ত তিনটি:

১. সঠিক ও বিশুদ্ধ ঈমান:

ঈমান সর্বপ্রকার কুফরি ও শিরকি আকিদা থেকে মুক্ত হতে হবে; কারণ মক্কার কাফের-মুশরেক এমনকি আবু জাহল, আবু লাহাব, উৎবা, শাইবা বড় বড় মুশরেকদের নেতারাও এবাদত করত। যেমন তারা হজ্ব-উমরা ও আকীকা-কুরবানি ইত্যাদি এবাদত করত। কিন্তু তাদের ঈমান ছিল শিরক ও কুফর মিশ্রিত। তাই আল্লাহ তা'য়ালা তাদের কোন এবাদত কবুল করেননি।

আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

X W V U T S R Q P O Q

١٢٤ :النساء P ^] \ [Z Y

"যে লোক পুরুষ হোক কিংবা নারী, কোন সৎকর্ম ঈমান সহকারে সম্পাদন করে তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং তাদের প্রাপ্য তিল পরিমাণও নষ্ট করা হবে না।" [সূরা নিসা:১২৪]

আল্লাহ তা‘য়ালার বাণী:

c b a ` _ ^] \ [Z YQ

P l k j i h g f d

النحل: ٩٧

“পুরুষ হোক বা নারী যে ঈমান অবস্থায় সৎকর্ম সম্পাদন করে, আমি তাকে পবিত্র জীবন দান করব এবং প্রতিদানে তাদেরকে উত্তম কাজের কারণে প্রাপ্য পুরস্কার দেব যা তারা করত।” [সূরা নাহ্‌ল:৯৭]
আরো আল্লাহ তা‘য়ালার বাণী:

Qوَمَنْ عَمِلَ صَـٰلِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُوْلَـٰٓئِكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٤٠﴾P غافر: ٤٠

“আর যে পুরুষ অথবা নারী ঈমান অবস্থায় সৎকর্ম করে তারাই জান্নাতে প্রবেশ করবে। তথায় তাদেরকে বে-হিসাব রিজিক দেয়া হবে।” [সূরা মু’মিন:৪০]

২. এখলাস:

যে কোন এবাদত একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য হতে হবে। যে এবাদত মানুষ দেখানো বা শুনানোর কিংবা দুনিয়ার কোন সার্থ হাসিলের জন্য হবে তা কবুল হবে না। আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

Q h i j k l m n o p y P البينة: ٥

"তাদেরকে এছাড়া কোন নির্দেশ করা হয়নি যে, তারা খাঁটি মনে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর এবাদত করবে।" [সূরা বাইয়িনাহ:৫]

আরো আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

Q! " # $ % & ' ( ) * P الزمر: ١١

"বলুন, আমি নিষ্ঠার সাথে আল্লাহর এবাদত করতে আদিষ্ট হয়েছি।" [সূরা জুমার:**১১**]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَـلَّمَ: قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى:((أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنْ الشِّرْكِ مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ فِيهِ مَعِي غَيْرِي تَرَكْتُهُ وَشِرْكَهُ)). مسلم.

আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন। আল্লাহ তাবারক ওয়া তা'য়ালা বলেন:"আমি শরীকানা ও অন্যান্য থেকে অমুখাপেক্ষী। যে এমন আমল করে যাতে আমার সাথে অন্যকে শরিক করে, আমি তাকে এবং তার শিরককৃত আমলকে ত্যাগ করি।" [মুসলিম]

৩. শুধুমাত্র নবী [ﷺ]-এর সুন্নতের অনুসরণ:

যে কোন এবাদত যেমন একমাত্র আল্লাহর জন্য হতে হবে অনুরূপ তার পদ্ধতিটি হতে হবে একমাত্র নবী [ﷺ]-এর। নবী [ﷺ]-এর তরীকা ও পদ্ধতি বহির্ভূত কোন নিয়ম ও পন্থায় যতই ভাল মনে করে এবাদত করা হোক তা পরিত্যাজ্য ও পরিত্যাক্ত। আমলের বার্যিকটা হবে একমাত্র নবীর সুন্নত মোতাবেক এবং আভ্যন্তরীণটা হবে একমাত্র আল্লাহর জন্য। আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

Qâ كَانَ يَرۡجُواْ لِقَآءَ رَبِّهِۦ ç è é ê ë بِعِبَادَةِ رَبِّهِۦٓ î

ï P الكهف: ١١٠

“অতএব, যে ব্যক্তি তার পালনকর্তার সাক্ষাত কামনা করে, সে যেন, সৎকর্ম সম্পাদন করে এবং তার পালনকর্তার এবাদতে কাউকে শরিক না করে।”
[সূরা কাহ্ফ: ১১০]

সৎকর্ম সঠিক ও বিশুদ্ধ তখনই হবে যখন একমাত্র নবী [ﷺ]-এর শরিয়ত মোতাবেক এবং একনিষ্ঠভাবে শিরক মুক্ত হবে। [তাফসীর ইবনে কাসীর:২/২০৮]
নবী [ﷺ] বলেন:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:((مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ)). متفق عليه.

আয়েশা [রা:] থকে বর্ণিত তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন:“যে ব্যক্তি আমাদের দ্বীনের মাঝে নতুন কিছু বিদাত আবিস্কার করে, যা তার অন্তর্ভুক্ত না তা প্রত্যাখ্যাত।” [বুখারী ও মুসলিম]
মসুলিম শরীফের বর্ণনায় এসেছে নবী [ﷺ] বলেন:

((مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ)). مسلم.

"যে ব্যক্তি এমন আমল করে যা আমাদের দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত নয় তা পরিত্যাজ্য।" [মুসলিম]

এবাদত কখন কবুল হবে আর কখন হবে না

পূর্বে উল্লেখিত এবাদত কবুলের তিনটি শর্ত এক সাথে পাওয়া গেলে কবুল হবে নচেৎ কবুল হবে না। এবাদত কখন কবুল হবে আর কখন কবুল হবে না তা সহজে বুঝার জন্য নিম্নে একটি তালিকা প্রদান করা হলো। এখনে দেখছেন শুধুমাত্র **একটি** অবস্থায় আমল কবুল হবে আর বাকি **সাত** অবস্থায় কবুল হবে না।

হুকুম	সঠিক ঈমান	এখলাস	নবীর সুন্নত
P	P	P	P
T	P	P	T
T	T	P	P
T	P	T	P
T	T	P	T
T	P	T	T
T	T	T	P
T	T	T	T

এ ছাড়া এবাদত মহব্বত, তার দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টি, সওয়াব ও জান্নাতের আশা-আকাঙ্খা ও আল্লাহর অসন্তুষ্টি ও জাহান্নামের ভয়-ভীতি সহকারে করতে হবে। যারা শুধুমাত্র মহব্বত দ্বারা এবাদত করে তারা জিন্দীক তথা বড় মুনাফিক।
আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

W V U T S R Q P O N M Q

١٦٥ :البقرة P n] \ [Z Y

"আর কিছু মানুষ রয়েছে যারা অন্যান্যকে আল্লাহর সমকক্ষ সাব্যস্ত করে এবং তাদের প্রতি তেমনি ভালবসা পোষণ করে, যেমন আল্লাহর প্রতি ভালবাসা হয়ে থাকে। কিন্তু যারা ঈমানদার তাদের ভালবাসা ওদের তুলনায় বহুগুণ বেশি।" [সূরা বাকারা:১৬৫]

আর যারা শুধুমাত্র আশা-আকাঙ্খা নিয়ে এবাদত করে তারা মুরজিয়া এবং যারা শুধুমাত্র ভয়-ভীতি নিয়ে এবাদত করে তারা খারেজী।

আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর নবী-রসূলগণ সম্পর্কে বলেন:

Q ¸ كَانُوا۟ يُسَٰرِعُونَ فِى ٱلْخَيْرَٰتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا

وَرَهَبًا ۖ وَكَانُوا۟ لَنَا خَٰشِعِينَ ﴿٩٠﴾ P الأنبياء: ٩٠

"তারা সৎকর্মে ঝাঁপিয়ে পড়ত, তারা আশা ও ভীতি সহকারে আমাকে ডাকত এবং তারা ছিল আমার কাছে বিনীত।" [সূরা আম্বিয়া:৯০]

আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর মুমিন বান্দাদের সম্পর্কে বলেন:

l k j i h g f e d Q

السجدة: ١٦ P o n m

"তাদের পার্শ্ব শয্যা থেকে আলাদা থাকে। তারা তাদের পালনকর্তাকে ডাকে ভয়ে ও আশায় এবং আমি তাদেরকে যে রিজিক দিয়েছি, তা থেকে ব্যয় করে।" [সূরা সাজদাহ: ১৬]

তৃতীয়ত: তাওহীদুল আসমা ওয়াস্‌সিফাত:

ক) “ইসম” শব্দের বহুবচন আসমাা’ অর্থাৎ নামসমূহ যেমন: আররহমাান, আররহীম, আল-ক্বাহির, আল-কুদদূস ইত্যাদি।

খ) “সিফাহ” শব্দের বহুবচন সিফাত অর্থাৎ গুণাবলী ও বৈশিষ্ট।

গ) তাওহীদুল আসমা ওয়াসসিফাতের সজ্ঞা:

আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর কিতাব কুরআনুল কারীমে এবং নবী [ﷺ] তাঁর বিশুদ্ধ হাদীসসমূহে যে সকল আল্লাহর সুন্দর নামসমূহ, মহান গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্য সাব্যস্ত করেছেন সেগুলোকে হুবহু সাব্যস্ত করা। আর যে সকল নামসমূহ, গুণাবলী ওবৈশিষ্টকে অস্বীকার করেছেন সেগুলোকে অস্বীকার করা। আর ইহা কারো সাথে কোন প্রকার সদৃশ বা অর্থের পরীবর্তন ঘটানো কিংবা ইচ্ছামত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা অথবা অর্থ বিলুপ্ত করা ছাড়াই হতে হবে। আর কোন ধরণ ও আকৃতি ছাড়াই সাব্যস্ত করতে হবে। ইহাই সঠিক আকিদা এ ছাড়া সবই বাতিল বিশ্বাস।

আল্লাহ তা'য়ালার গুণাবলী দুই প্রকারঃ

(ক) সিফাত যাতীয়্যাহ তথা সত্বীয় গুণাবলীঃ যেগুলো সর্বদা তাঁর সাথে মিলিত। যেমনঃ জ্ঞান, শক্তি, শুনা, দেখা, কথোপকথন ইত্যাদি। এর মধ্যে আবার কিছু আছে যেগুলো "সিফাত খাবারিয়্যাহ" তথা আল্লাহ তা'য়ালা যেগুলো সিফাতের খবর দিয়েছেন। যেমনঃ আল্লাহর চেহারা, তাঁর দু'হাত ও তাঁর দু'চোখ ইত্যাদি।

(খ) সিফাত ফে'লীয়্যাহ তথা কার্যীয় গুণাবলীঃ যেগুলো আল্লাহ তা'য়ালার ইচ্ছার সাথে সম্পর্ক। তিনি চাইলে করেন আর না চাইলে করেন না। যেমনঃ দুনিয়ার আসমানে 'নুজূল' তথা অবতরণ, আরশের উপর 'ইসতিওয়া' তথা ওপরে উঠা ও ঊর্ধ্বে থাকা ইত্যাদি।

নোটঃ

আমাদের দেশে বহুল প্রচলিত একটি আকিদা আছে যে, আল্লাহ তা'য়লা সর্বত্র বিরজমান। এর অর্থ যদি এ হয় যে, আল্লাহর শক্তি, দৃষ্টি, সাহায্য, মহা

ব্যবস্থাপনা, প্রতিপালন ইত্যাদি সর্বত্র বিরাজমান তাহলে আকিদা সঠিক। আর যদি এর অর্থ এ হয় যে, মহান আল্লাহ তা'য়ালার যাত তথা সত্ত্বা সর্বত্র বিরাজমান তাহলে ইহা বাতিল আকিদা; কারণ আল্লাহ তা'য়ালা সপ্তম আকাশে আরশে আযীমের উপরে আছেন বিশ্বাস করা ফরজ। এর বিপরীত আকিদা পোষণ করা কুফরি।

এছাড়া আরো একটি আকিদা প্রচলিত আছে যে, আল্লাহ তা'য়ালা নিরাকার। এর অর্থ যদি এ হয় যে, আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর কোন সৃষ্টির সদৃশ আকার নয় তাহলে আকিদা সঠিক। কারণ এ বিশ্বাস করা ফরজ যে, আল্লাহ তা'য়ালার স্বকার তাঁর মহত্ত্ব ও মর্যাদার জন্য উপযুক্ত সিফাত তথা গুণাবলি ও বৈশিষ্ট্য দ্বারা ভূষিত। আর যদি আল্লাহ তা'য়ালার নিজস্ব উপযুক্ত সিফাত দ্বারা যে তাঁর স্বকার আছে তা অস্বীকর করে বলে:"আল্লাহ নিরাকার" তাহলে ইহা বাতিল আকিদা; কারণ এর দ্বারা আল্লাহর অস্তিত্বকে অস্বীকার করা হবে। এ ছাড়া আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর সৃষ্টির সাথে সদৃশ

ও রূপকে অস্বীকার করেছেন। কিন্তু তাঁর নিজস্ব স্বকারকে সাব্যস্ত করেছেন।
আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

١١ :الشورى P 8 7 6 5 ! 3 2 1 Q

"কোন কিছুই তাঁর (আল্লাহর) অনুরূপ নয়। তিনি সব শুনেন, সব দেখেন।" [সূরা শূরা: **১১**]

এ আয়াতের প্রথমাংশে আল্লাহ তা'য়ালা সৃষ্টির সাথে তাঁর অনুরূপ ও সদৃশকে অস্বীকার করেছেন। আর দ্বিতীয়াংশে নিজস্ব দু'টি গুণ শুনেন ও দেখেন সাব্যস্ত করে নিজস্ব স্বকার সাব্যস্ত করেছেন। ইহাই হচ্ছে সকল ইমামগণের আকিদা। এর বিপরীত আকিদা আহলুস্‌সুন্নাহ ওয়ালজামাতের পরিপন্থী বাতিল আকিদা।

আল্লাহর নাম ও গুণাবলীতে ৩টি দল ভ্রষ্ট

প্রথম দলঃ মু'য়াত্তেলা তথা আল্লাহর গুণাবলী ও বৈশিষ্টকে অস্বীকারকারী দল, যারা আল্লাহর সকল নামসমূহ, গুণাবলী ও বৈশিষ্টকে অথবা কিছুকে অস্বীকার করে। তাদের ধারণা যে, ইহা আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত করলে সৃষ্টির সঙ্গে সদৃশ অপরিহার্য হয়ে পড়বে যা জায়েয নয়। তাদের এ ধারণা কয়েকটি কারণে বাতিলঃ

১. এ বিশ্বাসের কারণে আরো অনেকগুলো বাতিল জিনিস অপরিহার্য হয়ে যাবে। যেমনঃ আল্লাহর কুরআনের বাণীসমূহে বৈপরীত্য দেখা দেবে; কেননা আল্লাহ তা'য়ালা নিজের জন্য নামসমূহ ও গুণাবলী এবং বৈশিষ্ট্য সাব্যস্ত করেছেন এবং অন্য দিকে তাঁর সদৃশকে অস্বীকার করেছেন। অতএব, উহা সাব্যস্ত করা যদি সদৃশ্যতা অপরিহার্য হয়, তবে আল্লাহর বাণীর মধ্যে পরসস্পর বিরোধ সৃষ্টি হয় এবং এক অংশ অন্য অংশকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে যা মোটেই সম্ভব নয়।

২. দু'টি জিনিস কোন নামে বা গুণে কিংবা বৈশিষ্ট্যে এক হওয়াটা একটি অপরটির অনুরূপ হতেই হবে এমন কথা জরুরি নয়। আপনি দু'জন মানুষকে দেখুন, তারা দু'জনেই মানুষ, দু'জনেই শুনেন, দু'জনেই দেখেন, দু'জনেই কথা বলেন। কিন্তু এর জন্য অপরিহার্য না যে, দু'জনেই মানবতায়, শ্রবণে, দৃষ্টিপাতে ও কথোপকতনে একে অপরের সদৃশ হতেই হবে। আপনি জীবজন্তু দেখবেন তাদের হাত, পা ও চোখ রয়েছে কিন্তু একই জাতির হলেই যে, হাতে, পায়ে ও চোখে সদৃশ হওয়া অপরিহার্য তা নয়। সুতরাং সৃষ্টি জিবের মধ্যে নামে বা গুণে কিংবা বৈশিষ্ট্যে মিল থাকার পরেও যখন অদৃশ্যতা সুস্পষ্ট তাহলে স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যে পার্থক্য হওয়াটা আরো বড় ও সুস্পষ্ট।

দ্বিতীয় দলঃ মুশাব্বিহা ও মুজাস্সামা তথা সদৃশকারী দল, যারা আল্লাহর নাম ও গুণাবলী এবং বৈশিষ্টকে সৃষ্টির সাথে সদৃশ সাব্যস্ত ক'রে। তাদের ধারণা হলো যে, ইহাই দলিলসমূহের দাবি; কারণ আল্লাহ তা'য়ালা

বান্দাকে এমন বিষয়ে সম্বোধন করেন যা তাদের বিবেক সম্মত। তাদের এ ধারণা কয়েকটি কারণে বাতিল:

১. আল্লাহ তা'য়ালা সৃষ্টির সদৃশ হওয়া এমন একটি জিনিস যা বিবেক ও শরিয়ত বাতিল বলে প্রমাণ করে। আর স্মরণ রাখতে হবে যে, কুরআন ও সুন্নাহ কোন বাতিল সম্মত জিনিস হতে পারে না।

২. আল্লাহ তাঁর বান্দাদেরকে এমন বিষয়ের সম্বোধন করেন যা প্রকৃত অর্থের দিক থেকে বোধ সম্মত। কিন্তু তার হকিকত ও প্রকৃত জ্ঞান যা তাঁর সত্ত্বা ও গুণাবলী এবং বৈশিষ্টের সাথে সম্পর্ক একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জানে না। অতএব, যদি আল্লাহ তাঁর জন্য সাব্যস্ত করেন যে, তিনি শ্রবণকারী তাহলে প্রকৃত অর্থের দিক থেকে শ্রবণের অর্থ জানা ব্যাপার। কিন্তু আল্লাহ তা'য়ালার শ্রবণ কেমন এর হকিকত অজানা; কারণ শ্রবণের হকিকত সৃষ্টি জীবের মধ্যেও পার্থক্য হয়ে থাকে। সুতরাং স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যে পার্থক্যটা আরো সুস্পষ্ট ও বড়।

অতএব, আল্লাহ তা'য়ালা যদি নিজের সত্ত্বা সম্পর্কে খবর দেন যে, তিনি আরশের উপরে আছেন তাহলে আসল অর্থের দিক থেকে ইহা জানা কথা। কিন্তু তাঁর বিদ্যমান থাকার প্রকৃত অবস্থা অর্থাৎ কিভাবে আছেন তা অজানা; কেননা বিদ্যমান থাকার হকিকত সৃষ্টির মধ্যেও আছে। যেমনঃ একটি চেয়ারের উপর সমাসীন হওয়াটা এবং একটি দ্রুত ভাগন্ত উটের উপর সমাসীনের মত নয়। তাহলে বুঝা গেল যে, যখন সৃষ্টির মধ্যে পার্থক্য রয়েছে তাহলে স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যে পার্থক্য থাকাটা সুস্পষ্ট ও বড়।

তৃতীয় দলঃ মুওয়াওবিলা তথা আল্লাহর সিফাতগুলোকে তা'বীল অর্থাৎ—ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণকারী দল। যেমনঃ আল্লাহর হাত মানে কুদরতী হাত, আল্লাহর চোখ মানে কুদরতী চোখ এবং ইস্তাওয়া অর্থ ইস্তাওলা ইত্যাদি। তাদের এ আকিদা কয়েকটি কারণে বাতিলঃ

১. এর দ্বারা প্রকৃত অর্থ বিলুপ্ত হয়ে যায়।
২. এর দ্বারা আল্লাহকে তাঁর প্রকৃত গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্য হতে শূন্য করা হয়।
৩. এর দ্বারা সঠিক আকিদার স্থানে বাতিল আকিদার জন্ম নেই।

মুওয়াত্তেলা দল শিরক থেকে বাঁচার জন্য অস্বীকার করে কুফরি করেছে। আর মুশাব্বিাহা দল সাব্যস্ত করতে গিয়ে শিরকে পতিত হয়েছে। আর মুওয়াওবিলা দল তা'বীল (ব্যাখ্যা) করতে গিয়ে মূল জিনিসকে অস্বীকার করেছে। আর আহলে সুন্নত ওয়ালজামাত আল্লাহর নামসমূহ ও গুণাবলী এবং বৈশিষ্ট্যে তাঁর মহত্ত্ব ও মর্যাদার জন্য যেমন উপযুক্ত হুবহু তাই সাব্যস্ত করে সর্বপ্রকার সমস্যা ও বিপদ হতে মুক্ত রয়েছে।

লাা ইলাাহা ইল্লাল্লাাহ-এর গুরুত্ব, অর্থ ও শর্ত

(ক) এর গুরুত্বঃ

- ইহা কালেমা ত্বইয়িবা (পবিত্র বাণী)।
- ইহা কালেমাতুত্তাওহীদ (তাওহীদের মূল বাণী)।
- ইহা কালেমাতুত্তাকওয়া (তাকওয়ার বাণী)।
- ইহা জান্নাত লাভের বাণী।
- ইহা জাহান্নাম থেকে নাজাতের বাণী।
- ইহা মুলিমের সর্বপ্রথম ও সর্বশেষ বাণী।
- ইহা ইসলামে প্রবেশকারী বাণী।
- ইহা আল-উরওয়াতুল উসকা (সুদৃঢ় হাতল)।
- ইহা ঈমানের সর্বোচ্চ শাখা।
- এর জন্যই সবকিছুর সৃষ্টি।
- এর জন্যই সকল নবী-রসূলগণের প্রেরণ।
- এর জন্যই সমস্ত আসমানী কিতাবের নাজিল।
- এর জন্যই হক ও বাতিলের লড়াই।
- এর জন্যই জন্নাত-জাহান্নাম।
- এর জন্যই মুওয়াহ্হীদ ও মুশরিক এবং মুমিন ওকাফির।

Ø এহাই না থাকার জন্য কিয়ামত অনুষ্ঠিত হবে।

(খ) এর অর্থঃ

"লাা ইলাাহা ইল্লাল্লাাহ"-এর অর্থঃ একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কোন সত্য ইলাহ তথা মা'বুদ-উপাস্য নেই। এ কালেমাটির দু'টি রোকন রয়েছে। (এক) লাা ইলাাহা। (দুই) ইল্লাল্লাাহ। প্রথমটির অর্থ আল্লাহ ব্যতীত সকল প্রকার উপাস্যকে অস্বীকার করা এবং বাতিল বলে বিশ্বাস করা। আর আল্লাহ ছাড়া কেউ এবাদতের হকদার নয় দৃঢ়ভাবে আকিদা পোষণ করা। আর দ্বিতীয় রোকটির অর্থ হলোঃ সকল প্রকার ও সর্ব অবস্থায় একমাত্র এবাদতের হকদার আল্লাহ তা'য়ালা। তাঁরই জন্য সমস্ত এবাদত নির্দিষ্ট করা এবং অন্যান্য সকল উপাস্যর এবাদত ত্যাগ করা।

"আলাাহ্" শব্দটির মূল "ইলাাহ্"-এর অর্থ সেই মহান সত্ত্বা যাঁকে পরম ও চরম শ্রদ্ধাভরে, দিল উজাড় করে ভালবেসে, আশা-আকাঙ্খা, ভয়-ভীতি, ভরসা ও কাকুতিমিনতি সহকারে যাঁর এবাদত করা হয়।

এছাড়া এ কালেমার কিছু অর্থ ইসলামী সমাজ ও ইসলামী দলে প্রচলিত রয়েছে যা বাতিল ও অগ্রহণযোগ্য। যেমন:

১. "লাা ইলাাহা ইল্লাল্লাাহ"-এর অর্থ: আল্লাহ ছাড়া নেই কোন বিধানদাতা। ইহা হাকেমিয়্যা দলের বাতিল অর্থ।

২. "লাা ইলাাহা ইল্লাল্লাাহ"-এর অর্থ: কিছুইতে কিছু হয় না, যাকিছু হয় সবই আল্লাহর দ্বারাই হয়। ইহা মুরজিয়্যা দলের বাতিল অর্থ।

৩. "লাা ইলাাহা ইল্লাল্লাাহ"-এর অর্থ: অস্তিত্বে যাকিছু আছে সবই আল্লাহ। ইহা অস্তিত্ববাদী দলের বাতিল আকিদা। তারা বলে আল্লাহ তাঁর সৃষ্টির মাঝে লুকিয়ে আছে। আর ফানা ফিল্লাহ তথা স্রষ্টা ও সৃষ্টির মাধ্যে কোন পার্থক্য নেই বরং একজন আরেক জনের মাঝে একাকার হয়ে যায়।

(গ) এর ফজিলত:

2 এ কলেমা এক পাল্লায় এবং সাত তবক আসমান ও সাত তবক জমিন অন্য পাল্লায় দিলে কালেমার পাল্লা ভারী হয়ে যাবে। [বিশুদ্ধ হাদীস]

2 এ কালেমা সর্বোত্তম জিকির। [হাসান হাদীস]

2 এ কালেমা মৃত্যুর সময় যার শেষ বাণী হবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। [বিশুদ্ধ হাদীস]

2 এ কালেমার যে সত্যকারে সাক্ষ্য দেবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। [বিশুদ্ধ হাদীস]

2 এ কালেমা যে নিষ্ঠার সাথে বলবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। [বিশুদ্ধ হাদীস]

2 এ কালেমা যে বলবে তার জীবন, সম্পদ ও ইজ্জত নিরাপদ লাভ করবে। [বিশুদ্ধ হাদীস]

(ঘ) এর শর্তাবলী:

এ কালেমার ৮টি শর্ত রয়েছে যতক্ষণ এগুলো এক সঙ্গে না পাওয়া যাবে ততক্ষণ তার উপকারিতা আশা করা যাবে না।

১. **জ্ঞান:** এ কালেমার নেতিবাচক (শিরক) ও ইতিবাচক (তাওহীদ) অর্থের জ্ঞান রাখা। এ জ্ঞান ছাড়া শুধুমাত্র অন্ধের মত পড়লে পাঠকারীর কোন উপকারে আসবে না। আর এর বিপরীত অজ্ঞতা

হতে মুক্ত থাকা জরুরি। [দলিল: সূরা মুহাম্মাদ: ৯, সূরা জুখরুফ: ৮৬]

২. **একিন:** এ কালেমার মর্মার্থকে একিন ও দৃঢ়তার সাথে বিশ্বাস করা এবং এর বিপরীত সন্দেহ ও সংশয় হতে দূরে থাকা। এ ছাড়া কালেমা উপকারে আসবে না। [দলিল: সূরা হুজুরাত:১৫]

৩. **এখলাস:** এ কালেমা নিখাদ ও নিষ্ঠার সাথে পাঠ করা। আর এখলাসের বিপরীত সর্বপ্রকার শিরক থেকে মুক্ত থাকা নচেৎ পাঠকারীর কোন উপকারে আসবে না। [দলিল: সূরা বায়্যিনাহ:৫]

৪. **সত্যতা:** এ কালেমা অন্তর থেকে সত্যতার সাথে পড়া। আর সত্যতার বিপরীত মিথ্যা হতে সম্পূর্ণভাবে দূরে থাকা আবশ্যকীয়। [দলিল: সূরা আনকাবূত: ১-৩]

৫. **মহব্বত:** এ কালেমাকে ভালবাসা এবং এর দাবী মোতাবেক আমলকারীদেরকেও মহব্বত করা। [দলিল: সূরা বাকারা: ১৬৫ সূরা মায়েদা:৫৪]

৬. **আনুগত্য:** এ কালেমা যা প্রমাণ করে তার প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সকল আমলের অনুগত হওয়া এবং

এর বিপরীত পরিত্যাগ করা হতে বিরত থাকা। [দলিলঃ সূরা জুমারঃ ৫৪ সূরা নিসাঃ ১২৫, ৬৫]

৭. **গ্রহণঃ** এ কালেমার দাবী তথা কোন শরিক ছাড়া এক আল্লাহর এবাদত করা। এ ছাড়া অন্যান্য সকল উপাস্যকে ত্যাগ করা। আর এর বিপরীত গ্রহণ না করা হতে মুক্ত থাকা; কারণ যারা এ কালেমা বলল কিন্তু গ্রহণ করল না এবং কর্তব্য পালন করল না তাদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেনঃ "তাদের যখন বলা হত, আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই তখন তারা ঔদ্ধত প্রদর্শন করত। আর বলত, আমরা কি এক উম্মাদ কবির কথায় আমাদের উপাস্যদেরকে পরিত্যাগ করব? [সূরা সাফফাত:৩৫-৩৬]

৮. **অস্বীকারঃ** আল্লাহ তা'য়ালা ব্যতীত যেসব তাগূতের এবাদত করা হয় সেগুলোকে অস্বীকার করা। আর সকল এবাতদকে একমাত্র আল্লাহ ওয়াহদাহু লাা শারীকের জন্য নির্দিষ্ট করা। [দলিলঃ সূরা বাকারাঃ ২৫৬]

তাওহীদের উপকারিতা

(ক) দুনিয়াতে:

১. নিরাপত্তা ও হেদায়েত লাভ।
২. আল্লাহ তা'য়ালার পক্ষ থেকে সাহায্য ও মদদ লাভ।
৩. প্রকৃত সুখ-শান্তি লাভ।
৪. একতা ও ঐক্য সৃষ্টি।
৫. মুসলিম উম্মার শক্তি অর্জন।
৬. আল্লাহ তা'য়ালার সন্তুষ্টি ও সওয়াব হাসিল।
৭. রিজিকে বরকত হাসিল।
৮. অন্তরে প্রশান্তি ও স্থিরতা লাভ এবং অস্থিরতা দূর হওয়া।
৯. শারীরিক ও মানসিক আরাম-আয়েশ।
১০. বিপর্যয় সৃষ্টি হওয়া থেকে নিরাপদ।
১১. বিবেক ও চরিত্রের হেফাজত।
১২. সকল এবাদত কবুল হওয়ার আশা।
১৩. ভ্রষ্টতা ও বক্রতা থেকে হেফাজত।
১৪. দু:খ-কষ্ট এবং শাস্তি লাঘব।

১৫. ভাল কাজ করতে ও খারাপ কাজ ছাড়তে সহজ হওয়া।
১৬. অপছন্দনীয় জিনিসসমূহ হালকা অনুভব করা এবং দু:খ–দুর্দশা সহজ হওয়া।
১৭. মানুষের গোলামী, ভয়-ভীতি এবং তাদের থেকে আশা-আকাঙ্খা ও মখলুকের উদ্দেশ্যে আমল করা থেকে সম্পূর্ণ আজাদ ও স্বাধীন হওয়া।
১৮. ঈমানের ভালবাসা এবং হৃদয়ের সৌন্দর্য এবং কুফরি, অপকর্ম ও অবাধ্যতার ঘৃণা।

(খ) আখেরাতেঃ

১. কবরের ফেৎনা ও আজাব থেকে নিস্কৃতি লাভ।
২. হাশরের ময়দানে ভয়-ভীতি না হওয়া।
৩. জাহান্নামে প্রবেশ করলেও চিরস্থায়ী জাহান্নামী না হওয়া।
৪. পরিপূর্ণ তাওহীদ হলে সরাসরি জান্নাত লাভ।
৫. রোজ কিয়ামতের দ্বীনে রসূলুল্লাহ [ﷺ]-এর শাফা'আত তথা সুপারিশ লাভ।

তাওহীদের সুপ্রভাব

(ক) ব্যক্তির উপর তাওহীদের সুপ্রভাব:

১. **আল্লাহ ও রাসূলের সকল আদেশ-নিষেধ** হেফাজত করার ঈমানী শক্তি। আর কখনো বিপরীত করলে সাথে সাথে আল্লাহ তা'য়ালার নিকট তওবা ও ক্ষমা ভিক্ষা চাওয়া।

২. **আত্মমর্যাদা লাভ;** কারণ তাওহিদী ব্যক্তি অনুভব করে যে, সর্ব অবস্থায় আল্লাহ তা'য়ালা তার সঙ্গে আছেন।

আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

Qوَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلۡمُتَّقِينَ ﴿٣٦﴾ P التوبة: ٣٦

"তোমরা জেনে রাখ যে, নিশ্চয় আল্লাহ মুত্তাকীদের সঙ্গে।" [সূরা তাওবা: ৩৬, ১২৩]

৩. **কুরআন সঠিকভাবে বুঝতে পারে; কারণ যাদের** অন্তর তাওহীদ শূন্য ও শিরকে ভরা তারা কখনো কুরআনের সঠিক বুঝ পাবে না।

৪. **সর্বাবস্থায় সত্যকে গ্রহণ করে, চাই তা যেখানেই** হোক বা যার নিকটেই হোক না কেন।

৫. **সর্বাবস্থায় আল্লাহ তা'য়ালার বিধান দ্বারা ফয়সালা** করে কখনো এর বিকল্প ফয়সালা চায় না। আর আল্লাহ তা'য়ালার বিধানে সন্তুষ্ট থাকে যদিও তা তার নিজের বিপক্ষে হয় না কেন।

আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

Q فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا ´ µ

¶ ¸ يَجِدُواْ فِيٓ أَنفُسِهِمۡ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيۡتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسۡلِيمًا

﴿٦٥﴾ P النساء: ٦٥

“আপনার রবের শপথ! তারা ততক্ষণ মুমিন হতে পারবে না যতক্ষণ আপনাকে তাদের মাঝের বিবাদের বিচারক হিসাবে না মেনে নেয়। অত:পর আপনার ফয়সালায় তাদের মনে কোন প্রকার দ্বিধাদ্বন্দ্ব অনুভব না করে এবং তারা পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করে।” [সূরা মায়েদা: ৫৪]

৬. **তাওহীদপন্থী ব্যক্তি সর্বদা তৎপর, উদ্যমী,** উৎপাদনকারী কখনো অলসতা করে না এবং অন্যের উপর নির্ভর করে না। সে সব সময় তার সময়ের প্রতি কড়া দৃষ্টি রাখে; কারণ আল্লাহ তা'য়ালা তাকে তার বয়স ও আমল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবেন। সে যা কিছু করে নিপুণতা ও অভিজ্ঞতার আলোকে করে। আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

A @ ? > = < ; : 9 8 Q

P G الجمعة: ١٠

"অতএব, যখন সালাত শেষ হয়ে যায় তখন তোমরা আল্লাহর অনুগ্রহ (জীবিকা) তালাশে জমিনে ছড়িয়ে পড়।" [সূরা জুমু'আহ:১০]

৭. **তাওহীদের মশালবাহী সৈনিক সর্বদা অন্যকে** অগ্রাধিকার, ত্যাগ-তীতিক্ষা ও বাহাদুরীর পরিচয় দান করে। সে কখনো জানমাল ব্যয় করতে ভয় করে না; কারণ সে জানে এ সবই আল্লাহ

তা'য়ালার এবাদত। সবকিছুর প্রকৃত মালিক আল্লাহ তা'য়ালা এবং সবই একমাত্র তাঁর হাতে।

আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

Q G H I K L M N X P النحل: ٩٦

"যা কিছু তোমাদের নিকটে আছে তা নি:শ্বেষ হয়ে যাবে আর যা আল্লাহ তা'য়ালার নিকটে শুধুমাত্র তাই বাকি থাকবে।" [সূরা নাহাল:৯৬]

৮. **মুওয়াহহীদের দৃষ্টিভঙ্গি সুদূরপ্রসারী এবং তার** উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট; কারণ তার তাওহীদ তাকে বারবার প্রশ্ন করে: তুমি কোথা হতে এসেছ? তোমার সৃষ্টিকর্তা কে? এবং কেন এসেছ এ দুনিয়াতে? এবং কোথায় যাবে? তোমার শেষ কোথায়? সে একিন রাখে যে, তাকে অনর্থক সৃষ্টি করা হয়নি।

আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

Q ~ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ﴿١١٥﴾ P

المؤمنون: ١١٥

"তোমরা কি মনে করছ আমি তোমাদেরকে অনর্থক সৃষ্টি করেছি? এবং তোমরা আমার নিকটে প্রত্যাবর্তন করবে না?" [সূরা মুমিনূন:১১৫]

আল্লাহ তা'য়ালা তাকে একমাত্র তাঁরই এবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছেন।

আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

٥٦ :الذاريات P I H G F E D C Q

"আমি জ্বিন ও মানুষকে একমাত্র আমারই এবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছি।" [সূরা যারিয়াত:৫৬]

৯. তার অন্তর সর্বদা জাগ্রত; তাই সে সর্বদা আল্লাহকে মোরাকাবা তথা পর্যবেক্ষণ করে। সময় ও স্থান ভেদে কখনো দুবর্লতা তাকে স্পর্শ করতে পারে না; কারণ তার তাওহীদ তাকে সকল সময় সর্বপ্রকার অনিষ্ট ও তার উৎসাহদানকারী এবং নফ্সের চাহিদা ও শয়তানের প্ররোচনা-কুমন্ত্রণা থেকে সাবধান করে দেয়।

আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

J I H G F D C B A @ ?Q
فاطر: ٦ P M L K

“নিশ্চয়ই শয়তান তোমাদের দুশমন। অতএব, তাকে তোমরা দুশমন মনে করবে। সে তার দলবলকে আহবান করে যেন তারা জাহান্নামী হয়।”
[সূরা ফাতির:৬]

এ জন্যেই তাওহীদ যখন অন্তরের গভীরে প্রভাব ফেলে তখন বাহির ও ভিতর উভয়টি সংশোধন হয়ে যায়। যেন মনে হয় প্রতিটি মানুষের পিছনে একটি করে প্রহরী নিযুক্ত রয়েছে, যে তাকে পর্যবেক্ষণ ও পরিদর্শন করছে।
আল্লাহ তা'য়ালার বাণীঃ

آل P W V U T S R Q P O N M L Q
عمران: ٥

“নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট আসমান-জমিনের কিছুই গোপন থাকে না।” [সূরা আল-ইমরান:৫]

১০. তাওহীদী ব্যক্তির অন্তর সর্বদা স্থির ও চিন্তা- ফিকিরে প্রশান্তি। সে কখনো ভবিষ্যতের জন্য

অস্থির হয় না এবং বিভিন্ন প্রকার ধারণা ও অনুমান তার মনকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করতে পারে না; কারণ সে জানে তার সামনে একটিই উদ্দেশ্য যার জন্য সে প্রচেষ্টা করে। আর তা হলো: আল্লাহ তা'য়ালার সন্তুষ্টি অর্জন ও জান্নাত লাভ। তার একিন হলো যে, সে সত্যের উপর প্রতিষ্ঠ আছে। তাই শত বাধা-বিপত্তি তাকে নিরাশ করতে পারে না; কারণ তার অন্তরে আছে মজবুত ঈমান।

আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

Q - . / 0 1 2 3 4 5 6 P يوسف: ٨٧

"কাফের জাতি ছাড়া আর কেউ আল্লাহ তা'য়ালার রহমত থেকে নিরাশ হয় না।" [সূরা হিজ্‌র:৫৬]

আরো আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

Qفَإِنَّ مَعَ © يُسْرًا ﴿٥﴾ إِنَّ مَعَ ٱلْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٦﴾ P الشرح: ٥ - ٦

"নিশ্চয় কষ্টের সাথে স্বস্তি রয়েছে। নিশ্চয় কষ্টের সাথে স্বস্তি রয়েছে।" [সূরা শারহ:৫-৬]

১১. তাওহিদী ব্যক্তির নিকট থাকে সুদৃঢ় মূল নীতিমালা ও মাপকাঠি যার দ্বারা সে হককে হক

আর বাতিলকে বাতিল এবং নিকৃষ্টকে নিকৃষ্ট ও উৎকৃষ্টকে উৎকৃষ্ট নির্ধারণ করতে পারে। সে জানে তাকওয়ার ভিত্তিতে উত্তম নির্ধারণ হবে। আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

:الحجرات P [Z Y X W U T S R QQ
١٣

“নিশ্চয় তোমাদের মধ্যে আল্লাহর নিকট সর্বোৎকৃষ্ট সে যে তোমাদের মাঝে সবচেয়ে বেশি আল্লাহভীরু।” [সূরা হুজুরাত:**১৩**]

সে আরো জানে ক্ষতিগ্রস্ত তারাই যারা রোজ কিয়ামতে ক্ষতিগ্রস্ত। আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

T S R P O N M L K J I HQ

الزمر: ١٥ P W V U

“আপনি বলুন! নিশ্চই তারাই ক্ষতিগ্রস্ত যারা কিয়ামতের দিন তাদের নিজেদের ও পরিবারের পক্ষ থেকে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।” [সূরা জুমার:**১৫**]

সে আরো জানে যে প্রকৃত সফলতা জাহান্নাম থেকে নাজাত এবং জান্নাতে প্রবেশ।

আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

Q y z { | } ~ فَقَدۡ فَازَۗ وَمَا ٱلۡحَيَوٰةُ
ٱلدُّنۡيَآ إِلَّا مَتَٰعُ ٱلۡغُرُورِ © P آل عمران: ١٨٥

"তারপর যাকে জাহান্নাম থেকে দূরে রাখা হবে এবং জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে, সেই লাভবান হবে।" [সূরা আল-ইমরান:১৮৫]

১২. তাওহিদী মুসলিম দস্তি ও দুশমনি এবং ভালবাসা ও ঘৃণা একমাত্র আল্লাহ তা'য়ালার ওয়াস্তে করে থাকে। সে কখনো আল্লাহ তা'য়ালার শত্রুকে অলি বন্ধু মনে করে না যদিও সে তার বাবা অথবা সন্তান-সন্ততি হোক না কেন। আর আল্লাহ তা'য়ালার অলিকে কখনো দুশমন ভাবে না, চাই সে যতই দূরের হোক না কেন। সে কখনো আল্লাহ যাকে ঘৃণা করেন তাকে মহব্বত করে না এবং আল্লাহ যাকে ভালবাসেন তাকে কখনো ঘৃণা করে না। কারণ তার ঈমান তাকে ইহাই শিক্ষা দেয়।

আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

> = < ; : 9 8 7 6 Q

H G F E D B A @ ?

التوبة: ٢٣ P J I

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা স্বীয় পিতা ও ভাইদের অভিভাবকরূপে গ্রহণ করো না, যদি তারা ঈমান অপেক্ষা কুফরকে ভালবাসে। আর তোমাদের যারা তাদের অভিভাবকরূপে গ্রহণ করে তারা সীমালংঘনকারী।" [সূরা তাওবা:২৩]

আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

*) (' & % $ # " ! Q

الممتحنة: ١ P T 1 0 / . - , +

"মুমিনগণ, তোমরা আমার ও তোমাদের শত্রুদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তোমরা তো তাদের প্রতি বন্ধুত্বের বার্তা পাঠাও, অথচ তারা যে সত্য তোমাদের কাছে আগমন করেছে, তা অস্বীকার করছে।"

[সূরা মুমতাহিনা: ১]

১৩. তাওহীদপন্থী ব্যক্তি আত্মা, বিবেক ও শরীরের প্রতি ভারসাম্য রক্ষা করে চলে। কোন একটির প্রতি জুলুম করে না। সে তার রূহানী-আত্মার ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করে শরীরের প্রতি জুলুম ও বিবেককে অকেজো করে দেয় না। আর না বিবেকের বাড়াবাড়ি করে অহি ও শরীয়তের উপর হুকুমজারি করে। আর না শরীরের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করে জীবজন্তুর ন্যায় শুধু পানাহার নিয়ে ব্যস্ত থাকে। বস্তুবাদীদের কথা হলো: দুনিয়া মানে খানাপিনা, ঘুম ও আরাম-আয়েশ যখন এসব শেষ তখন দুনিয়াকে সালাম।

এদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

8 7 6 5 4 3 2 1 0 / . Q

P محمد: ١٢

"আর যারা কাফের তারা আনন্দ-ফুর্তি-তৃপ্তি করে ও আহার করে যেমন আহার করে চতুষ্পদ জন্তু, বস্তুত: আগুনই তাদের ঠিকানা।" [সূরা মুহাম্মাদ:১২]

(খ) সমাজের উপর তাওহীদের সুপ্রভাবঃ

ব্যক্তির প্রতি তাওহীদের প্রভাবের কথা উপরে যা উল্লেখ করা হয়েছে সবগুলোই সমাজের উপর প্রভাব ফেলে; কারণ ব্যক্তিরা সমাজের এক একটি মজবুত ইট। তাই ব্যক্তির সঠিকতায় সমাজের সঠিকতা আর ব্যক্তির বিপর্যয়ে সমাজের বিপর্যয়। অতএব, ব্যক্তির তরবিয়তে যত চেষ্টা-তদবীর সবই সঠিক আকিদার ইসলামী সমাজ গড়ার কাজে আসবে; কারণ ব্যক্তি ও সমাজের সম্পর্ক বড় গভীর সম্পর্ক।

নিম্নে সমাজের প্রতি তাওহীদের সুপ্রভাবের কিছু চিত্র উল্লেখ করা হলোঃ

১. **তাওহিদী উম্মত একটি সুপ্রাচীন, সভ্য ও** ঐতিহ্যবাহী জাতি। যাদের ইতিহাস বাস্তব অভিজ্ঞতা ও বিভিন্ন ঘটনাবলী দ্বারা ভরপুর। যার পচিরালক হলেন নবী-রসূলগণ। সর্বপ্রথম আদম [عليه السلام] আর সর্বশেষ মুহাম্মদ [ﷺ]।

   এ জাতি সম্পর্কে আল্লাহ বলেনঃ

4 3 2 1 0 / . - Q

P 5 الأنبياء: ٩٢

"নিশ্চয় তোমাদের এ উম্মত একটি উম্মত আর আমি তোমাদের প্রতিপালক। সুতরাং একমাত্র আমারই এবাদত কর।" [সূরা আম্বিয়া:৯২]

২. **তাওহিদী জাতি সর্বদা বাস্তবায়নে অগ্রসেনা** কখনো দ্বিধাদ্বন্দ্বের অবকাশ থাকে না এবং নির্দেশের বিপরীত করে না। কোন নির্দেশ হলে সাথে সাথে তা বাস্তবায়ন করে আর কোন নিষেধ হলে দ্রুত তা হতে বিরত থাকে।

৩. **এ জাতি শুধু নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থাকে না বরং** তাদের কাঁধে সমস্ত মানব জাতিকে ভ্রষ্টতা থেকে বাঁচানোর পবিত্র দায়িত্ব অনুভব করে। কারণ সে নিজে যে হেদায়েত পেয়েছে সে হেদায়েতের প্রতি অন্যান্য জাতিকে আহ্বান করা পবিত্র দায়িত্ব মনে করে।

আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

5 4 3 2 1 0 / . Q

6 7 8 9 : G P آل عمران: ١١٠

“তোমরাই উত্তম উম্মত, মানুষদের জন্য নির্বাচন করা হয়েছে যাতে করে সৎকাজের আদেশ কর এবং অসৎকাজ হতে নিষেধ কর এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আন।” [সূরা আল-ইমরান:১১০]

আরো আল্লাহ তা‘য়ালার বাণী:

P k A @ ? > = < ; : Q

البقرة: ١٤٣

“এমনিভাবে আমি তোমাদেরকে মধ্যমপন্থী জাতি করেছি- যাতে করে তোমরা সাক্ষ্যদাতা হও মানবমণ্ডলীর জন্যে।” [সূরা বাকারা:১৪৩]

৪. **তওহিদী সমাজে সকল মানুষ সমান। সেখানে** রাজা-প্রজা, গরিব-ধনী সকলেই সমান। একজন সাধারণ মানুষও কোন ভয়-ভীতি ছাড়াই বাদশাহকে নসিহত করতে পারে; কারণ সে জানে

বাদশাহ তিনি দ্বীনের বাস্তবায়নকারী ও শরীয়তের হেফাজতকারী।

৫. **তাওহিদী উম্মত যুদ্ধ ও চুক্তি সব সম্পর্কই সঠিক** আকিদার ভিত্তিতে করে; কারণ তাদের উদ্দেশ্য হলো মানবতার আজাদ করা।

৬. **তাওহিদী উম্মতের সকল ব্যক্তির আপোসের** সম্পর্ক তাওহীদের ভিত্তিতে; কারণ দুনিয়ার রঙ, ভাষা, ভৌগোলিক সীমা-রেখা ও নাগরিক সম্পর্ক যাতে মানুষের কোন এখতিয়ার নেই। সে চাইলে ভাষা, রঙ ইত্যাদি পরিবর্তন বা এখতিয়ার করতে পারে না। আর এসব সম্পর্ক দ্রুত লোপ পায় কিন্তু তাওহীদের সম্পর্ক বড় শক্তিশালী যা কখনো দুর্বল হয় না। তাই তো মদিনার সর্বপ্রথম তাওহিদী সমাজে একত্রিত হয়েছিল আরবি, পারসিক, রোমান, হাবাশি (আবিসীনীয়) ও হিন্দী, যাঁদের মাঝে ছিল না কোন সম্প্রদায়িকতা ও জাতিয়তাবাদী এবং বংশের ভেদাভেদ। যেমন অতীতে গ্রীক সাম্রাজ্যে সম্ভ্রান্ত ও অসম্ভ্রান্তের সাম্প্রদায়িকতা ও কমিনিউনিষ্টদের

(সাম্যবাদীদের) মাঝে কর্মচারী ও মালিকের ভাগ এবং পাশ্চাত্যে সাদা-কালো ও জাতীয়তার ভাগ। ইহা প্রমাণ করে যে, ইসলামী সমাজ ব্যতীত অন্য কোন সমাজ আন্তর্জাতিক মানবীয় সমাজ নয়, যেখানে মানব জাতির সকল সন্তানের জন্য দরজা উন্মুক্ত থাকে।

৭. **তাওহিদী সমাজ অগ্রগতি, উন্নয়ন ও চরম** সভ্যতার উম্মুক্ত ময়দান।

৮. **তাওহিদী সমাজ তার সৃষ্টির শুরু নিয়ে গৌরব করে** যে, তাদের আসল আদম [عليه السلام] যাঁর মাঝে আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর নিজ হাতে রূহ ফুঁকে দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। আর এ জগতে সবই তাদের খেদমত ও উপকারের জন্য।

আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

Qوَسَخَّرَ لَكُمُ ٱلْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي ٱلْبَحْرِ بِأَمْرِهِۦۖ وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱلْأَنْهَٰرَ ﴿٣٢﴾ وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ دَآئِبَيْنِۖ وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ ﴿٣٣﴾P إبراهيم: ٣٢ - ٣٣

“এবং নৌকাকে তোমাদের আজ্ঞাবহ করেছেন, যাতে তাঁর আদেশে সমুদ্রে চলাফেরা করে এবং নদ-নদীকে তোমাদের সেবায় নিয়োজিত করেছেন। আর তোমাদের সেবায় নিয়োজিত করেছেন সূর্যকে এবং চন্দ্রকে সর্বদা এক নিয়মে এবং রাত্রি ও দিনকে তোমাদের কাজে লাগিয়েছেন।”
[সূরা ইবরাহীম:৩২-৩৩]

আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

. - , + *) (' & % $ # " ! Q

/ 0 1 ! @ P لقمان: ٢٠

“তোমরা কি দেখ না আল্লাহ আসমান ও জমিনে যা কিছু, সবই তোমাদের কাজে নিয়োজিত করে দিয়েছেন এবং তোমাদের প্রতি তাঁর প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য নেয়ামতসমূহ পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন।”
[সূরা লোকমান:২০]

৯. **তাওহিদী সমাজে আপোসের মাঝে সম্পর্ক সীসা** ঢালা প্রাচীরের ন্যায়। একটি শরীরের ন্যায় যার একটি অঙ্গে ব্যথা হলে সমস্ত শরীর ব্যথাতুর হয়। যেখানে সকলের আশা-আকাংখা ও ব্যথা একই। সকলে ইনসাফ, ভালবাসা ও ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে, যাতে করে এ সমাজে প্রতিটি মানুষ তার দ্বীন, আত্মা, বিবেক, সম্পদ ও ইজ্জত-সম্মান নিয়ে বসবাস করতে পারে।

১০. **তাওহিদী সমাজ যেখানে থাকবে না কোন প্রকার** খুন-খারাবি, জুলুম-অত্যাচার, প্রতারণা-ধোঁকাবাজি, চুরি-ডাকাতি, রাহাজানি-ছিনতাই, মারামারি-হানাহানি, জেনা-ব্যভিচার, অপবাদ ও চোগলখোরী। যেখানে থাকবে শান্তি ও নিরাপত্বা। যেখানে লাগবে না পুলিশ বরং আল্লাহ তা'য়ালার ভয় হবে সকলের পাহারাদার।

(গ) রাষ্ট্রের উপরে তাওহীদের সুপ্রভাবঃ

- তাওহীদ প্রতিষ্টার উপরেই নির্ভর করে একটি সুন্দর ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা। পৃথিবীতে তাওহীদ ছাড়া অন্যান্য যতই আন্দলন বা বিপ্লব উঠেছে প্রায় সবই পরিশেষে নি:শেষ হয়ে গেছে। যেমনঃ আফগানিস্তান, ফিলিস্তিন, তুর্কিস্তান, আলজেরিয়া ইত্যাদি। কিন্তু সৌদি আরবে তাওহীদের দা'ওয়াতের ভিত্তিতে আরম্ভ হয়েছিল বলে আজ পর্যন্ত একটি ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত রয়েছে।
- যে দেশে তাওহীদ থাকবে সেখানে থাকবে শন্তি ও নিরাপত্বা। যার প্রমণ সৌদি আরবের নজীর বিহীন নিরাপত্বা।
- যে দেশে তাওহীদ থাকবে সেখানের জনগণ পাবে সর্বপ্রকর নাগরিক সুযোগ-সুবিধা ও সব ধরনের খেদমত। তাই তো সৌদি আরবের জনগণ সরকারীভাবে যে সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে তা পৃথিবীতে আর অন্য কোন রাষ্ট্রে কেউ তা পায় না।

- একটি রাষ্ট্রে তাওহীদ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে আল্লাহ তা'য়ালা দান করবেন সর্বপ্রকার প্রাচুর্যের ব্যবস্থা। থাকবে না সেখানে কোন প্রকার অভাব-অনটন ও ক্ষুধা ও ভিক্ষার ঝুলি।
- যে রাষ্ট্রে থাকবে না তাওহীদ সে দেশের ধ্বংস অনিবার্য। যেমনঃ আফগানিস্তান, ফিলিস্তীন, ইরাক, লিবিয়া ইত্যাদি দেশের ধ্বংসলীলার দিকে একবার তাকিয়ে দেখুন।

¿ তাওহীদের সুপ্রভাবের কিছু উদাহরণ:

১. ফেরাউনের জাদুকরদের ঘটনা। [সূরা সূরা ত্বহা ও অন্যান্য সূরাতে]
২. আসহাবুল উখদূদের ঘটনা। [সূরা বুরূজে]
৩. উমার ফারুক [ﷺ]-এর ঘটনা: তিনি মাঝে মাঝে খিলখিল করে হাসতেন আবার কখনো করুণভাবে কাঁদতেন। জিজ্ঞাসা করা হলে উত্তরে তিনি বলেন: জাহেলিয়াতের যুগে সফরকালে খেজুরের মূর্তি বানিয়ে তার পূজা করতাম। আর যখন ক্ষুধা লাগত তখন পূজিত খোদাকে ভেঙ্গে ভেঙ্গে খেতাম। সেই মূর্খতা ও অজ্ঞতার কথা মনে পড়লে আমার অট্ট হাসি আসে। আর জাহেলিয়াতের যুগে মেয়েদেরকে জীবন্ত হত্যা করা হতো যা আমিও সেই কাজ করেছিলাম। তাই সেই বরবরতা ও নিষ্ঠুরতার কথা স্মরণ হলে কুরুণভাবে কাঁদি।
৪. আবু লুবাবা [ﷺ] এর ঘটনা: যখন বানু কুরাইযার ইহুদি অবরোধের সময় পরামর্শ চেয়েছিল তখন জবাই এর প্রতি ইঙ্গিত করেছিলেন। যখন জানতে

পারলেন যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে খেয়ানত করেছেন তখন নিজেকে মসজিদের খুঁটির সাথে মজবুত করে বেঁধে রাখেন। যতক্ষণ তওবার আয়াত নাজিল না হয় এবং স্বয়ং রসূলুল্লাহ [ﷺ] তাঁর নিজ মোবারক হাত দ্বারা না খুলে দেন ততক্ষণ বাঁধা অবস্থায় থাকেন।

৫. ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বাল (রহ:)-এর ঘটনা: বাদশাহ মামুনের যুগে কুরআনকে মখলুক (সৃষ্টি) না মানার জন্য বাগদাদের কারাগারে বন্দী হন এবং পরে বাদশাহ মু'তাসেমের যুগে আরো বিপদ বাড়ে। কিন্তু চরম মারধর ও নির্যাতনে একটু বিচলিত হননি। বরং বলেছেন: এ ব্যাপারে কুরআন ও সুন্নত থেকে আমাকে কিছু দেখাও।

৬. শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রহ:)-এর ঘটনা: দামেস্ক দখলের পরে গাজান তাতারীর সামনে গিয়ে বলেন: আপনি ধারণা করেন যে মুসলিম, সাথে রয়েছে কাজি ও ইমাম-মুয়াজ্জিন তারপরে কি জন্যে আমাদের দেশে যুদ্ধ চালিয়েছেন? আপনার বাব-দাদারা কাফের হয়েও

চুক্তির পর আমাদের সাথে যুদ্ধ করেনি আর আপনি চুক্তির পরেও চুক্তি ভঙ্গ করে যুদ্ধ করতেছেন? এরপর গাজান তাঁর জন্যে খানাপিনা পেশ করলে নাকচ করে দিয়ে বলেন: মানুষের ছাগল-খাসি লুট করে এবং মানুষের গাছ-পালা দিয়ে পাক করে খেতে বলতেছেন? এ খানা ভক্ষণ করা মোটেই সম্ভব নয়।

তাওহীদ বিনষ্টকারী কারণসমূহ

১. দ্বীন সম্পর্কে অজ্ঞতা।
২. অন্যান্য ধর্মের অনুপ্রবেশ ও কুপ্রভাব। যেমনঃ ইহুদি, খ্রীষ্টান, হিন্দু, মাজুসী তথা অগ্নিপূজকদের আকিদা ও বিভিন্ন দর্শন।
৩. দ্বীন সম্পর্কে গাফেল তথা অবহেলা।
৪. নফ্স তথা কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ।
৫. বিভিন্ন প্রকার বাতিল দলের অসংখ্য সংশয় ও সন্দেহ।
৬. ইসলামের নামে বিভিন্ন প্রকার বাতিল তরীকা, ফের্কা ও আকিদার কুপ্রভাব।
৭. বিজাতীয়দের দুশমনি ও তাদের তাওহীদ ধ্বংসের বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচী।
৮. অলিদের নামে ও তাদের কবর নিয়ে অতিরঞ্জন বাড়াবাড়ি।
৯. শয়তানের অলিদেরকে আল্লাহর অলি বানিয়ে সাধারণ মানুষের নিকট প্রচার-প্রসার।
১০.জিন ও মানুষ শয়তানের ষড়যন্ত্র।

১১. ব্যক্তিগত রুচি দ্বারা বিভিন্ন বাতিল আকিদার আবিস্কার, যা প্রচলিত ভ্রষ্ট সূফীদের কারবার। এরা যার যার আপন রুচিমত আকিদা রচনা করেছে।

১২. কুরআন ও বিশুদ্ধ হাদীসের উপরে নিজেদের বিবেক বুদ্ধিকে প্রাধান্য দেয়া। আর ইহা করেছে বিভিন্ন ইসলামী যুক্তিবাদী, চিন্দাবিদ ও বুদ্ধিজীবীরা।

তাওহীদ প্রতিষ্ঠা ও প্রসারের জন্য করণীয়

তাওহীদের সঠিক জ্ঞান লাভ এবং তার প্রচার ও প্রতিষ্ঠার জন্য করণীয় অনেক কিছু তার মধ্য হতে:

(ক) তাওহীদ বিষয়ের বই-পুস্তক পাঠ এবং ক্যাসেট, ওডিও-ভিডিও সিডি শুনা ও দেখা।

(খ) তাওহীদের উপর আলোচনা শুনা ও প্রশ্ন করা।

(গ) তাওহিদপন্থী ব্যক্তি, জামাত ও সমাজের সঙ্গে থাকা।

(ঘ) তাওহীদ পরিপন্থী ব্যক্তি ও বই-পুস্তক এবং দল থেকে দূরে থাকা।

(ঙ) তাওহীদের উপরে বিভিন্ন কোর্সের প্রশিক্ষণ দেয়া ও তাতে অংশ গ্রহণ করা।

(চ) দুনিয়া-আখেরাতের তাওহীদের সুফল সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া।

(ছ) তাওহিদী বই-পুস্তক মুদ্রণ ও ক্যাসেট, ওডিও-ভিডিও সিডির কপি করে তার বেশি বেশি প্রচার-প্রসার করা।

(জ) শিরকের আখড়া ও মাধ্যমগুলো বন্ধ করা।

(ঝ) তাওহীদের উপর বেশি বেশি ক্লাশ ও আলোচনার সুব্যবস্থা করা।

(ঞ) মানুষকে শিরকের পরিণতি ও তাওহীদের সুফল সম্পর্কে জ্ঞান দান করা।

(ট) শির্কী বই-পুস্তক পড়া থেকে বিরত থাকা।

(ঠ) তাওহীদ প্রচারের জন্য দাওয়াত–তাবলিগ করা।

(ড) প্রতিটি মসজিদ, মকতব, মাদরাসা, স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে তাওহীদ শিক্ষার বিষয় জরুরি ভিত্তিতে সিলেবাসভুক্ত করা।

(ঢ) জুমার খুৎবাগুলোতে তাওহীদের আলোচনাকে গুরুত্ব সহকারে আলোচনা করা।

উপসংহার

খেয়াল করুন! হুদহুদ একটি ছোট পাখীর দ্বারা ইয়ামেনের সাবা শহরের রাণী বিলকিস ও তার জাতি শিরক ছাড়ল এবং সুলাইমান [عليه السلام]-এর নিকট তাওহীদ বুঝে ইসলাম গ্রহণ করল।

অতএব, একজন মুসলিম হয়ে আপনার করণীয় কী হওয়া উচিত একবার ভেবে দেখেছেন কী ?!

আসুন! তাওহীদ প্রতিষ্ঠার জন্য আমরা সকলে মিলে নবী-রসূলগণের কাজে শক্তিশালী ভূমিকা পলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করি।

হে আল্লাহ! আমাদেরকে তাওহীদ জানার, মানার ও প্রতিষ্ঠা করার তওফিক দান করুন। আমীন!

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

সমাপ্ত